মার্কিন বার্তা
AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov
Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারি আমরাই

ডেভিড সি মালফোর্ড
ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

মানুষ পাচারের চেয়ে ঘৃণ্য আর কোনও কাজ হতে পারে বলে আমি কল্পনাও করতে পারি না। মানুষ নিয়ে কেনা-বেচা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাচার করার ঘটনা ঘটে চলেছে অহরহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বিক্রি করে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সীমাহীন বঞ্চনা ও অকথ্য নির্যাতনের পথে। মানুষ পাচারের জঘন্য কাজে যারা লিপ্ত তাদের প্রাপ্য আমাদের ঘৃণা ও ভর্ৎসনা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বেপরোয়া এমন কুকর্মের জন্য তাদের উচিত সমাজের শাস্তি পাওয়া।

গত ৫ জুন মার্কিন বিদেশ সচিব মানুষ পাচার সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। মার্কিন আইন অনুযায়ী প্রতি বছর এই আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন পেশ করা বাধ্যতামূলক। মানুষ পাচারের অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রয়াসের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সব ধরণের মানুষ পাচার প্রতিরোধ করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বিভিন্ন দেশকে উৎসাহিত করাই এই বার্ষিক রিপোর্টের উদ্দেশ্য।

প্রতি বছর ট্রাফিকিং ইন পারসনস (টিপ) বা মানুষ পাচার সংক্রান্ত রিপোর্টে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয় কিছু 'টিপ হিরো'দের কথা যাঁরা তাঁদের নিজের নিজের দেশে মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ কৃতিত্বের নজির রেখেছেন। এই বছর আমরা শোনাতে পারি এমনই এক 'টিপ' বীরাঙ্গনা, দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা কারি সিদাম্মার কাহিনী। তামিলনাড়ুতে ইরুলা নামে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে তৃণমূল স্তরের কর্মী সিদাম্মা রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছেন। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কাজ করে সিদাম্মা বেগার শ্রমিকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, গোষ্ঠীগুলিকে সমবায়ে রূপান্তরিত করেছেন এবং শিশুদের তিনি আবার প্রথাগত শিক্ষার মূল প্রবাহে সামিল হতে সাহায্য করেছেন। সিদাম্মার নিরলস প্রয়াস এবং ব্যক্তিগত উদ্যম ও সহায়তায় উন্মেষ ঘটেছে ইরুলা আন্দোলনের। যারা এতদিন মানুষ পাচার এবং বেগার শ্রমের

কবলে পড়া নির্যাতিতদের অসহায়তা থেকে মুনাফা লুটত তাদের আজ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে সুসংগঠিত ইরুলা আন্দোলন।

১৯৯০ সালে সিদাম্মা চালু করেছিলেন ভারতী ট্রাস্ট নামে এক অ-সরকারি সংগঠন (এনজিও)। এর লক্ষ্য হল, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা এবং ইরুলা সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ণ। তামিলনাড়ুর থিরুভালুর জেলার ৬০ টি গ্রামে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই ট্রাস্ট কাজ করছে। সরকারের হাতে হাত মিলিয়ে সমবায় গড়ে তুলতে সাহায্য করছে, বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্পে বাড়িয়ে দিয়েছে সহায়তার হাত। উলেখযোগ্য বিষয় হল, ২০০৪ সালে তামিলনাড়ুর রেড হিলস অঞ্চলের চালকলগুলি থেকে এক হাজারেরও বেশি বেগার শ্রমিককে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন সিদাম্মা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব অনুযায়ী, আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত শত, হাজার হাজার, কিংবা এমনকি লাখো লাখো হতভাগ্য মানুষ রয়েছে -- তারা অধিকাংশই নারী ও শিশু -- যারা যৌন দাসত্ব, বেগার শ্রম ও ঋণের ফাঁদে পড়তে বাধ্য হয়েছে। 'টিপ' রিপোর্টের মাধ্যমে মানুষ পাচারের এই আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে বলে আমাদের আশা। চলতি বছরের গোড়ায় প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০০ সালের ট্রাফিকিং ভিকটিমস প্রোটেকশন অ্যাক্টের (টিভিপিএ) পুনর্ণবীকরণ করেছেন। মানুষ পাচারের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলা করার সংস্থান রয়েছে এই বিলটিতে। যে সব পরিস্থিতির চাপে পাচারের শিকার হতে হয় নরনারী ও শিশুকে, সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে শুরু করে যারা ইতিমধ্যেই পাচারের শিকার, তাদের প্রতি সহায়তা এবং দুর্বলতর মানুষদের অসহায়তার সুযোগ যারা নেয় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থান রয়েছে সংশিষ্ট আইনে।

বিগত কয়েক বছরে দুনিয়া জুড়ে মানুষ পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচীতে ৪০ কোটি ডলারেরও বেশি আর্থিক অনুদান দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কেবল গত বছরেই ১০১টি দেশে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রকল্পে আমেরিকা সাড়ে নয় কোটি ডলার খরচ করেছে। এই অর্থ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ পাচার বন্ধ করার কাজে ব্যয় হওয়া আড়াই কোটি ডলারের অতিরিক্ত।

মানুষ পাচার এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অনুধাবন করে ভারত সরকারও এখন নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কয়েক মাস হল পূর্বতন নারী ও শিশু উন্নয়ণ দপ্তরকে মন্ত্রণালয় স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে মানুষ পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা দৃঢ়তর হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে গণমাধ্যম মারফত সচেতনতা বাড়াতে, পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন আরও ভালভাবে কার্যকর করতে এবং জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সরকারি সমন্বয় বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ উদ্যোগও নিচ্ছে।

ভারতে মার্কিন দূতাবাস এবং কনসুলেটগুলিও এ ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করছে। ভারত সরকারের সর্বস্তরে সংশিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা পালনকারীদের সঙ্গে আমাদের কাজ চালানোর ব্যাপারে সুসম্পর্ক রয়েছে। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বর্তমান আইনটিকে আরও কঠোর করার জন্য সরকারি পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করি। মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে জনচেতনা বৃদ্ধি করা,

হতভাগ্যদের সহায়তা দেওয়া এবং অপরাধীদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন এনজিও এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনিফেম ও ইউএনওডিসি-র মত সংগঠনের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করি। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উলেখ করার। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ২৪ টি প্রকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুদানের পরিমাণ ৯০ লক্ষ ডলার। বিশ্বের আর কোনও দেশে মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একসঙ্গে এতগুলি প্রকল্প চালু হওয়ার নজির নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সরকার, সুধী সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির গৃহীত প্রয়াসের অংশীদার হয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দুর্বলতম শ্রেণীর সদস্যদের রক্ষা করতে পারি। আর যারা তাদের অসহায়তা থেকে ফয়দা লুটতে চায় তাদের দাঁড় করাতে পারি আইনের কাঠগড়ায়।

****

[The article was published by Calcutta-based Bengali-language daily, *"Sambad Pratidin"* on July 5, 2006 and by Agartala (Tripura)-based *"Dainik Sambad"* and Silchar (Assam)-based *"Samayik Prasanga"* on July 6, 2006]